রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, মার্চ ৬, ২০২৫

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অর্থ মন্ত্রণালয়
অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
(কাস্টমস)

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ১৯ ফাল্গুন, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ/ ০৪ মার্চ, ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ

এস.আর. ও. নং ৭৭-আইন/২০২৫/০৫/কাস্টমস।—সরকার, কাস্টমস আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ৫৭ নং আইন) এর ধারা ২৬৩ এর উপ-ধারা (১) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে, নিম্নরূপ বিধিমালা প্রণয়ন করিল, যথা:—

১। শিরোনাম ও প্রবর্তন।—(১) এই বিধিমালা কাস্টমস ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০২৫ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। সংজ্ঞা।—(১) বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোনো কিছু না থাকিলে, এই বিধিমালায়—

(ক) "অর্থনৈতিক ঝুঁকি (economic risk)" অর্থ মানিলন্ডারিং, সন্ত্রাসে অর্থায়ন, অপরাধলব্ধ অর্থ (proceeds of crime), অন্যান্য অবৈধ আর্থিক কার্যক্রম, যে কোনো শুল্ক ও কর ফাঁকি সংক্রান্ত কার্যক্রম এবং আন্তঃদেশীয় সংঘবদ্ধ অর্থনৈতিক অপরাধ (trans-national organized economic crime) সংশ্লিষ্ট ঝুঁকি;

(খ) "আইন" অর্থ কাস্টমস আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ৫৭ নং আইন);

(গ) "ইয়েলো লেন (yellow lane)" অর্থ কাস্টমস কম্পিউটার সিস্টেমে রক্ষিত একটি সিলেক্টিভিটি লেন যাহা নির্বাচিত পণ্যচালানের কায়িক পরীক্ষা (physical examination) ব্যতিরেকে শুধু দলিলাদি পরীক্ষার জন্য নির্দিষ্ট ও চিহ্নিত;

মূল্য : টাকা ১২.০০

(ঘ) "উপাত্ত বিশ্লেষণ পদ্ধতি (data analytics)" অর্থ ঝুঁকি নির্ণায়ক নির্ধারণ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের উদ্দেশ্যে ডিজিটাল ও এনালগ পদ্ধতিতে তথ্য ও উপাত্ত প্রাপ্তি, প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্ত পরীক্ষা ও নিরীক্ষা, তথ্য-উপাত্ত ক্লিনজিং এবং তথ্য-উপাত্ত মডেলিং করিবার পদ্ধতি;

(ঙ) "কাস্টমস রিস্ক ম্যানেজমেন্ট কমিশনারেট (সিআরএমসি)" অর্থ জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক গঠিত কাস্টমস রিস্ক ম্যানেজমেন্ট কমিশনারেট;

(চ) "গ্রিন চ্যানেল (green channel)" অর্থ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, সমুদ্র বন্দর, নদী বন্দর ও স্থল বন্দর এর মাধ্যমে শুল্ক-কর আরোপযোগ্য পণ্য বহন করেন নাই এইরূপ আগত যাত্রীর জন্য কাস্টমস অধিক্ষেত্রাধীন নির্ধারিত প্রস্থান;

(ছ) "গ্রিন লেন (green lane)" অর্থ কাস্টমস কম্পিউটার সিস্টেমে রক্ষিত একটি নির্বাচিত লেন, যাহা দলিলাদি পরীক্ষা, কায়িক পরীক্ষণ বা অন্য কোনো প্রকার ঝুঁকি নিরসন পদ্ধতি প্রয়োগ ব্যতিরেকে পণ্য চালান-কে খালাসের জন্য নির্দিষ্ট করে;

(জ) "ঘোষণা" অর্থ কোনো ব্যক্তি বা এজেন্ট কর্তৃক কাস্টমস কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিলকৃত মেনিফেস্ট বা আমদানি পণ্য ঘোষণা বা রপ্তানি পণ্য ঘোষণা অথবা অন্যান্য তথ্যসহ পণ্যচালান এবং যাত্রী সংক্রান্ত সকল তথ্য;

(ঝ) "ঘোষণা প্রদানকারী" অর্থ কোনো পণ্যচালান খালাসের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা লাইসেন্সপ্রাপ্ত এজেন্ট যিনি দাখিলকৃত ঘোষণার সকল তথ্য ও দলিলাদির জন্য দায়বদ্ধ;

(ঞ) "ঝুঁকি (risk)" অর্থ অর্থনৈতিক ঝুঁকি এবং আইনের যেকোনো ধারা এবং পণ্য খালাস সংশ্লিষ্ট অন্যান্য আইন, বিধি ও আদেশ লঙ্ঘনের সম্ভাবনা;

(ট) "ঝুঁকি নির্দেশক (risk indicator)" অর্থ সুনির্দিষ্ট নির্ণায়ক যাহা ঝুঁকিপূর্ণ পণ্যচালান অথবা যাত্রী নির্বাচন ও চিহ্নিতকরণের উদ্দেশ্যে ব্যবহার্য;

(ঠ) "ঝুঁকি চিহ্নিতকরণ (risk identification)" অর্থ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার আওতায় বিভিন্ন উৎস হইতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সম্ভাব্য ঝুঁকির ক্ষেত্রসমূহ চিহ্নিতকরণ এবং উহা তালিকাভুক্তকরণ;

(ড) "ঝুঁকি নিরূপণ (risk assessment)" অর্থ ঝুঁকির চিহ্নিত ক্ষেত্রসমূহ বিশ্লেষণের মাধ্যমে সম্ভাব্য ঝুঁকির পরিমাণ (impact), মাত্রা (intensity) ও সম্ভাব্যতা (likelihood) নির্ধারণ;

(ঢ) "ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা (risk management)" অর্থ ঝুঁকির ক্ষেত্রসমূহ চিহ্নিতকরণ, বিশ্লেষণ, নির্ধারণ, নিরূপণ ও নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত কাস্টমস রিস্ক ম্যানেজমেন্ট কমিশনারেট কর্তৃক গৃহীত আইনানুগ কার্যক্রম;

(ণ) "দলিল (documents)" অর্থ তথ্য সংবলিত যে কোনো ভৌত অথবা ইলেকট্রনিক অথবা অন্য কোনো মাধ্যম;

(ত) "পণ্য" অর্থ আইনের ধারা ২ এর দফা (৩০) এ সংজ্ঞায়িত পণ্য;

(থ) "পণ্য চালান" অর্থ নির্ধারিত ফরমে ও পদ্ধতিতে আমদানিকৃত, রপ্তানিতব্য, ট্রানজিট অথবা ট্রান্সশিপমেন্টের মাধ্যমে বাহিত অথবা কাস্টমস বন্ডেড ওয়্যারহাউসে সংরক্ষিত পণ্য বা পণ্যসমূহ;

(দ) "পণ্যচালান খালাস (clearance of goods)" অর্থ পণ্যচালান সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় আইন ও বিধিগত প্রক্রিয়া পরিপালনপূর্বক কাস্টমস কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণ হইতে পণ্যচালান ছাড়করণ;

(ধ) "পণ্য ছাড়করণ (release of goods)" অর্থ আমদানিকৃত পণ্যচালানের শুল্কায়ন কার্যক্রম সম্পন্ন করতঃ প্রদেয় শুল্ক-করাদি পরিশোধপূর্বক খালাসের অপেক্ষাধীন পণ্যচালান যথাযথ ব্যক্তি বা এজেন্টের নিকট হস্তান্তর করিবার লক্ষ্যে কাস্টমস কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থা ;

(ন) "প্রোফাইল (profile)" অর্থ কোনো আমদানিকারক, রপ্তানিকারক, এজেন্ট, যাত্রী, পণ্য সম্পর্কিত ঝুঁকি নির্দেশকসমূহ সংগ্রহ, সন্নিবেশ, বিশ্লেষণ ও শ্রেণিবিন্যাসকরণ; উক্ত প্রোফাইল কাস্টমস কম্পিউটার সিস্টেমে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা প্রয়োগের মাধ্যমে রেড লেন বা ইয়েলো লেন বা গ্রিন লেন বা ব্লু লেন নির্বাচন অথবা যাত্রীর জন্য গ্রীন চ্যানেল বা রেড চ্যানেল নির্বাচন;

(প) "ব্যক্তি" অর্থ আইনের ধারা ২ এর দফা (৩৯) এ সংজ্ঞায়িত ব্যক্তি;

(ফ) "ব্লু লেন (blue lane)" অর্থ কাস্টমস কম্পিউটার সিস্টেমের একটি সিলেক্টিভিটি লেন যাহা কায়িক পরীক্ষণ ও দলিলাদি যাচাই ব্যতীত পণ্যচালান খালাসপূর্বক, খালাসোত্তর নিরীক্ষার জন্য নির্বাচন করে;

(ব) "মেনিফেস্ট ডাটা (manifest data)" অর্থ আইনের ধারা ৪৮ এ উল্লিখিত যানবাহন ও কার্গো ঘোষণা এবং Advance Passenger Information (API) ও Passenger Name Record (PNR) এর মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্ত এবং আইনের ধারা ৫১, ৫২, ১৩৬(২) এবং ১৪২ এ উল্লিখিত যথাক্রমে আগমন ও অন্তর্মুখী (inward) প্রতিবেদন বা রপ্তানি, ট্রান্সশিপমেন্ট এবং ট্রানজিট সংশ্লিষ্ট পণ্য ঘোষণা-এর মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্ত;

(ভ) "যাত্রী" অর্থ ক্রু বা যাত্রী;

(ম) "রেড চ্যানেল (red channel)" অর্থ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর বা নৌ বন্দর বা সমুদ্র বন্দর বা স্থল বন্দরে কাস্টমস অধিক্ষেত্রাধীন নির্ধারিত চ্যানেল যাহা শুল্ক-কর আরোপযোগ্য পণ্য বহন করে বা আমদানি নিষিদ্ধ বা শর্তযুক্ত পণ্য পরিবহন করে এমন আগত যাত্রী কর্তৃক ব্যবহার্য;

(য) "রেড লেন (red lane)" অর্থ কাস্টমস কম্পিউটার সিস্টেমে রক্ষিত একটি সিলেক্টিভিটি লেন যাহা নির্বাচিত পণ্যচালানের দলিলাদি পরীক্ষা ও নিরীক্ষা এবং পণ্য শতভাগ কায়িক পরীক্ষার জন্য নির্দিষ্ট ও চিহ্নিত করে;

(র) "সিলেক্টিভিটি (selectivity)" অর্থ কাস্টমস রিস্ক ম্যানেজমেন্ট কমিশনারেট কর্তৃক পরিচালিত কাস্টমস কম্পিউটার সিস্টেম দ্বারা বা উক্ত দপ্তর কর্তৃক ম্যানুয়ালি নির্ধারিত কার্যক্রম যাহা কোনো পণ্যচালানের ক্ষেত্রে নির্ধারিত ঝুঁকি নিরসন পদ্ধতি নির্দিষ্ট ও চিহ্নিত করে এবং যাহা ঝুঁকি নির্ণায়ক (risk indicator) অথবা দৈবচয়ন অথবা উভয়ের ভিত্তিতে ব্যবহার্য;

(ল) "স্বয়ংক্রিয় ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি (Automated Risk Management System) (এআরএমএস)" অর্থ কাস্টমস রিস্ক ম্যানেজমেন্ট কমিশনারেট কর্তৃক পরিচালিত একটি স্বয়ংক্রিয় ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা যাহা পূর্বনির্ধারিত ঝুঁকি নির্দেশকের সহিত কোনো পণ্যচালান বা যাত্রীর ঘোষণা ও অন্যান্য তথ্য-উপাত্ত তুলনা করিয়া পণ্যচালান বা যাত্রীর ঝুঁকির সম্ভাব্যতা নিরূপণ করে।

(২) এই বিধিমালায় ব্যবহৃত যেই সকল শব্দ বা অভিব্যক্তির সংজ্ঞা প্রদান করা হয় নাই সেই সকল শব্দ বা অভিব্যক্তি, ক্ষেত্রমত, আইনে যেই অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে সেই অর্থে প্রযোজ্য হইবে।

৩। কাস্টমস রিস্ক ম্যানেজমেন্ট কমিশনারেট (সিআরএমসি) এর ক্ষমতা ও কার্যাবলি।—কাস্টমস রিস্ক ম্যানেজমেন্ট কমিশনারেট এর ক্ষমতা ও কার্যাবলি হইবে নিম্নরূপ, যথা:—

(ক) কাস্টমস ঝুঁকির ক্ষেত্র নির্বাচনের লক্ষ্যে ঝুঁকি সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা করা;

(খ) প্রতিষ্ঠিত তথ্যের ভিত্তিতে ঝুঁকির ক্ষেত্রসমূহ নির্বাচন, ঝুঁকির ধরন ও ঝুঁকির শ্রেণিবিন্যাস করা;

(গ) সার্বিক কাস্টমস ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত পরিকল্পনা প্রণয়ন ও উহার বাস্তবায়ন করা;

(ঘ) উচ্চ ও নিম্ন ঝুঁকির পণ্যচালান ও যাত্রী শনাক্তকরণের লক্ষ্যে টার্গেটিং ইন্টেলিজেন্স (targeting intelligence), কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (artificial intelligence) এবং উপাত্ত বিশ্লেষণ ও ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার অন্যবিধ কৌশল প্রয়োগ করে সকল প্রকার ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়ন করা;

(ঙ) কাস্টমস সংক্রান্ত ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা এবং এতদসংক্রান্ত ঝুঁকি প্রোফাইল (risk profile) তৈরি করা;

(চ) কাস্টমস কম্পিউটার সিস্টেম ও স্বয়ংক্রিয় ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা সিস্টেমের সিলেক্টিভিটি নির্ণায়কের সামগ্রিক ব্যবস্থাপনা অর্থাৎ ঝুঁকির ভিত্তিতে পণ্য চালান রেড বা ইয়েলো বা ব্লু বা গ্রিন লেন নির্বাচন করা;

(ছ) অনলাইন ভিত্তিক ঝুঁকি রেজিস্টার (risk register) তৈরি, হালনাগাদকরণ ও সংরক্ষণ করা;

(জ) ঝুঁকি নির্দেশক ও ঝুঁকি প্রোফাইল তৈরি, মেয়াদী পর্যালোচনা, সংশোধন ও অবলোপণ করা;

(ঝ) জাতীয় ও আন্তর্জাতিক উৎস হইতে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহপূর্বক তাহা বিশ্লেষণের মাধ্যমে ঝুঁকি প্রবণতা ও প্রকৃতি নির্ধারণ করা;

(ঞ) জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিসরে অর্থনৈতিক অবস্থা, ভৌগোলিক অবস্থা, শুল্ক-কর হার, শুল্ক মূল্যায়ন, শুল্ক-কর অব্যাহতি, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক চুক্তি, বাজার ব্যবস্থাসহ অন্যবিধ যে সকল অনুষঙ্গ কাস্টমসের দায়িত্ব ও কার্যাবলিকে প্রভাবিত করে তাহা পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনার লক্ষ্যে উপাত্ত সংগ্রহ করতঃ প্রয়োজনীয় সমীক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা এবং প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ ও কাস্টমস নীতি প্রণয়নে পরামর্শ প্রদান করা;

(ট) সকল কাস্টমস স্টেশন এবং বন্ড কমিশনারেটের এর জন্য দৈবচয়নের ভিত্তিতে পণ্যচালান সিলেকশনের মানদন্ড নির্ধারণ এবং সময়ে সময়ে উক্ত মানদণ্ড হালনাগাদ করা;

(ঠ) ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের কার্যকারিতা পরিবীক্ষণ ও তত্ত্বাবধান, বোর্ডকে অবহিতকরণ ও প্রয়োজনীয় সমন্বয় সাধন এবং মুখ্য কর্মতৎপরতা নির্দেশকের (Key Performance Indicator) সাপেক্ষে গৃহীত কার্যক্রমের ফলাফল পর্যালোচনা করা;

(ড) আইনের ধারা ৭ অনুযায়ী যেকোনো সরকারি, আধা-সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা, আমদানি ও রপ্তানির সাথে সংশ্লিষ্ট যেকোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান, ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং অন্যান্য সংস্থা হইতে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ ও প্রয়োজনে তথ্য বিশ্লেষণে অন্যান্য সংস্থার সহায়তা গ্রহণ করা;

(ঢ) গোপনীয় ও সংবেদনশীল তথ্য সংরক্ষণ এবং ব্যবহারের ক্ষেত্রে গোপনীয়তা রক্ষা করা;

(ণ) জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের পূর্বানুমোদনক্রমে, জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের পক্ষে, কাস্টমস রিস্ক ম্যানেজমেন্ট কমিশনারেটর কার্যাবলির সাথে সম্পৃক্ত কোনো চুক্তি বা সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করা;

(ত) সংশ্লিষ্ট সকল দপ্তরে ঝুঁকি সতর্কবার্তা জারীকরণ;

(থ) ঝুঁকির স্থান চিহ্নিতকরণপূর্বক ক্ষেত্রমত, উহা নিরসনকল্পে যুগোপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট কাস্টম হাউস বা কাস্টমস স্টেশন সংশ্লিষ্ট ভ্যাট কমিশনারেটকে পরামর্শ প্রদান করা;

(দ) নিয়মিত ভিত্তিতে ঝুঁকি সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় তথ্য পর্যালোচনা ও ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার নির্দেশকসমূহ হালনাগাদ করা;

(ধ) আন্তঃদেশীয় সীমান্তবাণিজ্য সংশ্লিষ্ট ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার সহিত জড়িত জাতীয়, আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানের সহিত তথ্য আদান-প্রদান এবং নিয়মিত যোগাযোগ ও সমন্বয় সাধন করা;

(ন) বাৎসরিক প্রতিবেদন প্রণয়ন ও বোর্ডের নিকট উপস্থাপন করা; এবং

(প) বোর্ড কর্তৃক, সময় সময়, প্রদত্ত অন্যান্য দায়িত্ব পালন করা।

৪। কাস্টমস রিস্ক ম্যানেজমেন্ট কমিশনারেট ব্যতীত বোর্ডের অন্যান্য দপ্তর কর্তৃক ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি।—(১) বোর্ডের অধীন কাস্টমস স্টেশন, মূসক কমিশনারেট, কাস্টমস গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তর, সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্স সেল, কাস্টমস বন্ড কমিশনারেটসমূহ কোনো পণ্যচালানের বিষয়ে শুল্কায়নের পূর্বে ঝুঁকি সংক্রান্ত আগাম তথ্য প্রাপ্ত হইলে উহা এআরএমএস সফটওয়্যারে এন্ট্রি করিবে।

(২) পণ্যচালানের শুল্কায়ন সম্পন্ন হইবার পর উপ-বিধি (১) এ বর্ণিত কোনো তথ্য প্রাপ্ত হইলে সংশ্লিষ্ট কাস্টমস স্টেশন বা কাস্টমস গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তর বা সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্স সেল তাৎক্ষণিকভাবে প্রতিরোধমূলক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে এবং উক্ত ব্যবস্থার ফলাফল এআরএমএস সফটওয়্যারে এন্ট্রি করিবে।

(৩) যাত্রী সংশ্লিষ্ট ঝুঁকি সংক্রান্ত কোনো তথ্য প্রাপ্ত হইলে সংশ্লিষ্ট কাস্টমস স্টেশন বা কাস্টমস গোয়েন্দা তদন্ত অধিদপ্তর বা সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্স সেল তাৎক্ষণিকভাবে প্রতিরোধমূলক প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে এবং উক্ত ব্যবস্থার ফলাফল এআরএমএস সফটওয়্যারে এন্ট্রি করিবে।

৫। **সমন্বিত ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কমিটি।**—(১) বোর্ড, এই বিধিমালার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, নিম্নবর্ণিত সদস্যগণের সমন্বয়ে কেন্দ্রীয়ভাবে একটি সমন্বিত ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কমিটি (Integrated Risk Management Committee) (আইআরএমসি) গঠন করিবে, যথা:—

(ক) বোর্ডের কাস্টমস অনুবিভাগের সকল সদস্য;

(খ) কাস্টমস রিস্ক ম্যানেজমেন্ট কমিশনারেটের কমিশনার;

(গ) কাস্টমস স্টেশনের কমিশনারগণ;

(ঘ) কাস্টমস বন্ড কমিশনারেটের কমিশনারগণ;

(ঙ) কাস্টমস মূল্যায়ন ও অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা কমিশনারেটের কমিশনার;

(চ) কাস্টমস গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তরের মহাপরিচালক;

(ছ) বোর্ডের সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্স সেল এর পরিচালক (কাস্টমস) এবং

(জ) কাস্টমস রিস্ক ম্যানেজমেন্ট কমিশনারেটের অতিরিক্ত কমিশনার/যুগ্ম কমিশনার।

(২) উপ-বিধি (১) এ গঠিত কমিটিতে বোর্ডের সদস্য (শুল্ক নিরীক্ষা, আধুনিকায়ন ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য) সভাপতি ও কাস্টমস রিস্ক ম্যানেজমেন্ট কমিশনারেট এর অতিরিক্ত কমিশনার/যুগ্ম কমিশনার উহার সদস্য সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করিবেন।

(৩) আইআরএমসি এর কাস্টমস ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা পর্যালোচনা সভা ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে অনুষ্ঠিত হইবে।

৬। সমন্বিত ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কমিটির কার্যপরিধি।—আইআরএমসি এর কার্যপরিধি হইবে নিম্নরূপ, যথা:—

(ক) কাস্টমস রিস্ক ম্যানেজমেন্ট কমিশনারেট কর্তৃক গৃহীত বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা ও কার্যক্রমের অগ্রগতি পরিবীক্ষণ ও ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম জোরদার করিবার লক্ষ্যে নীতিগত পরামর্শ প্রদান করা;

(খ) এআরএমএস বাস্তবায়নে অভিজ্ঞতালব্ধ দিক-নির্দেশনা প্রদান এবং কার্যকারিতা পর্যালোচনা করা; এবং

(গ) ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত সামগ্রিক কার্যক্রম পর্যালোচনা এবং ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির আধুনিকায়নের প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রদান করা।

৭। স্বয়ংক্রিয় ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি (Automated Risk Management System-এআরএমএস)।—যথাযথ কাস্টমস নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে, কাস্টমস রিস্ক ম্যানেজমেন্ট কমিশনারেট পণ্যচালান, যাত্রী, এজেন্ট ও ব্যাংক সংশ্লিষ্ট ঝুঁকি বিশ্লেষণপূর্বক সিলেক্টিভিটি নিরূপণের লক্ষ্যে এআরএমএস অথবা উপযোগী স্বয়ংক্রিয় ইলেকট্রনিক সিস্টেম ব্যবহার করিবে।

৮। তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ।—(১) কাস্টমস কম্পিউটার সিস্টেম হইতে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার জন্য সংশ্লিষ্ট তথ্য-উপাত্ত কাস্টমস রিস্ক ম্যানেজমেন্ট কমিশনারেট সংগ্রহ করিবে।

(২) বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বা বাহির হইতে বা গোপন সংবাদদাতার মাধ্যমে প্রাপ্ত যেকোনো তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও প্রয়োজনে সরেজমিনে যাচাইপূর্বক সত্যতা নিশ্চিত হইয়া তাহা ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার নির্ণায়ক হিসাবে ব্যবহার করিবে।

(৩) পণ্য চালান শুল্কায়ন পরবর্তীকালে কাস্টমস গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তর বা বাংলাদেশের যে কোনো কাস্টমস স্টেশন কর্তৃক আমদানি চালান বা রপ্তানি চালানে প্রাপ্ত অনিয়মের তথ্য বা উপাত্ত কাস্টমস রিস্ক ম্যানেজমেন্ট কমিশনারেটের ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার নির্ণায়ক হিসাবে ব্যবহার করা যাইবে।

৯। সিলেক্টিভিটি নির্ণায়ক।—কাস্টমস কম্পিউটার সিস্টেম নিম্নরূপ সিলেক্টিভিটি নির্ণায়ক ব্যবহার করিবে, যথা:—

(ক) এক বা একাধিক নির্ধারিত ঝুঁকি নির্দেশকের বিপরীতে ঘোষণার উপাত্তসমূহ এবং তৎসংশ্লিষ্ট অন্যান্য উপাত্তসমূহ তুলনা করিয়া সম্ভাব্য ঝুঁকি নিরূপণের লক্ষ্যে একটি স্বয়ংক্রিয় ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা করা হইবে;

(খ) ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সম্ভাব্য ঝুঁকি নিরসনের লক্ষ্যে পণ্যচালান কাস্টমস কম্পিউটার সিস্টেমে রেড লেন, ইয়েলো লেন, ব্লু লেন ও গ্রিন লেন হিসেবে চিহ্নিত হইবে এবং আগত যাত্রী এর ক্ষেত্রে রেড চ্যানেল ও গ্রিন চ্যানেলের মাধ্যমে ব্যবস্থিত হইবে;

(গ) এআরএমএস এ রক্ষিত পূর্বনির্ধারিত ঝুঁকি নির্দেশকের সহিত কোনো পণ্যচালান অথবা যাত্রী এর তথ্য-উপাত্ত হুবহু মিলিয়া যাক অথবা না যাক, পূর্বনির্ধারিত ঝুঁকি নির্দেশকের সহিত সাদৃশ্যের মাত্রার সাপেক্ষে ঝুঁকির আপেক্ষিক মাত্রা নির্ধারণ করা হইবে;

(ঘ) এক বা একাধিক পূর্বনির্ধারিত ঝুঁকি নির্দেশকের সহিত ঘোষণার তথ্য-উপাত্তসমূহ এবং তৎসংশ্লিষ্ট অন্যান্য তথ্য উপাত্তসমূহ তুলনা এবং তথ্য প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে সম্ভাব্য ঝুঁকি চিহ্নিতকরণের লক্ষ্যে ঝুঁকিপূর্ণ আমদানিকারক, রপ্তানিকারক, এজেন্ট, যাত্রী এর জন্য ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা সিস্টেমের মধ্যে প্রোফাইল প্রতিষ্ঠা করা হইবে;

(ঙ) স্বয়ংক্রিয় ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি কাস্টমস রেকর্ড ও দলিল-দস্তাবেজ, বিভিন্ন উৎস হইতে প্রাপ্ত তথ্য, গোয়েন্দা তথ্য, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার করিয়া প্রাগ্রসর উপাত্ত বিশ্লেষণ পদ্ধতি (Advanced Data Analytics), মেশিন লার্নিং এবং অন্যান্য উপযোগী পদ্ধতি ব্যবহার ও প্রয়োগ করিয়া ঝুঁকি নির্দেশক নির্ধারণ করিবে।

১০। সিলেক্টিভিটি পদ্ধতি।—(১) এই বিধিমালায় নির্দেশিত কার্যপদ্ধতি ও সময় সময় বোর্ড কর্তৃক জারীকৃত ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত নির্দেশনা অনুযায়ী স্বয়ংক্রিয় ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি পরিচালিত হইবে।

(২) ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার সার্বিক প্রক্রিয়াদির ব্যবস্থাপনার বিষয়ে কাস্টমস রিস্ক ম্যানেজমেন্ট কমিশনারেট একটি আদর্শ পরিচালন পদ্ধতি বা Standard Operating Procedure (এসওপি) প্রণয়ন করিবে যাহা গোপনীয় দলিল হিসেবে বিবেচ্য হইবে এবং উহার ভিত্তিতে দৈনন্দিন ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম পরিচালিত হইবে।

(৩) স্বয়ংক্রিয় ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার সম্ভাব্য ঝুঁকি নির্দেশক, প্রোফাইল, ঝুঁকি রেজিস্টার গোপনীয় হিসেবে বিবেচিত হইবে।

১১। ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি মডেল এবং ঝুঁকি রেজিস্টার।—সিআরএমসি ওয়ার্ল্ড কাস্টমস অরগানাইজেশনের ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা মডেল বা ইন্টারন্যাশনাল বেস্ট প্র্যাকটিস বা বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত কোনো ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা মডেল অনুসরণ ও ব্যবহার করিতে পারিবে এবং তদনুযায়ী ঝুঁকি রেজিস্টার এবং ঝুঁকি মূল্যায়ন ডাটাবেস প্রতিষ্ঠা করিতে পারিবে।

১২। বার্ষিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন।—সিলেক্টিভিটি পদ্ধতির কার্যকারিতা পরিবীক্ষণের লক্ষ্যে সিআরএমসি কাস্টমস কম্পিউটার সিস্টেম অথবা এআরএমএস অথবা সিলেক্টিভিটি পদ্ধতির কার্যকারিতা এবং উহার ভিত্তিতে গৃহীত ঝুঁকি নিরসন ব্যবস্থার ফলাফল চিহ্নিত করিতে সক্ষম এমন কোনো সিস্টেমে রক্ষিত তথ্য-উপাত্ত হইতে বার্ষিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন তৈরী করিবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ আবদুর রহমান খান এফসিএমএ
সচিব
অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ
অর্থ মন্ত্রণালয়
ও
চেয়ারম্যান
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড।

মোহাম্মদ আবু ইউসুফ, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ নজরুল ইসলাম, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd